সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

(২৯ মার্চ ২০১৫, চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব, চট্টগ্রাম)

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

গত ১৮ মার্চ ২০১৫ নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ২৮ এপ্রিল ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ২৯ মার্চ, যাচাই-বাছাই ১ ও ২ এপ্রিল এবং মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ৯ এপ্রিল ধার্য করা হয়েছে। আমরা মনে করি, এই নির্বাচন ঢাকা ও চট্টগ্রামবাসীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দীর্ঘদিন ধরেই ঢাকা সিটি করপোরেশন দুটিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি না থাকায় নাগরিকরা বিভিন্ন সেবা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অন্যদিকে শিগগিরই চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে এবং জুলাই মাসের মধ্যেই এ নির্বাচন করার আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় (চট্টগ্রাম) থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, চট্টগ্রাম সিটিতে মোট ভোটার ১৮ লাখ ১৩ হাজার ৪৪৯ জন। পুরুষ ভোটার নয় লাখ ৩৭ হাজার ৫৩ জন এবং নারী ভোটার আট লাখ ৭৬ হাজার ৩৯৬ জন। সাধারণ ওয়ার্ডের সংখ্যা ৪১ এবং সংরক্ষিত নারী ওয়ার্ডের সংখ্যা ১৪। এই নির্বাচনে ৭১৯টি কেন্দ্রে চার হাজার ৯০৬টি বুথ থাকবে। নির্বাচনে ৩৯নং দক্ষিণ হালিশহর ওয়ার্ডে সবচেয়ে বেশি ৪১টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে। এ ওয়ার্ডে মোট ভোটার এক লাখ ২৩ হাজার ৯৭ জন। ২০১০ সালের জুনে অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মোট ভোটার ছিলেন ১৬ লাখ ৮৮ হাজার ৬৬৮ জন (*প্রথম আলো*, ২৬ মার্চ ২০১৫)।

আশার কথা যে, নির্ধারিত সময়ে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আমরা সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক-এর পক্ষ থেকে আশা করি, এ নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হবে, যার মধ্য দিয়ে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীরা নির্বাচিত হয়ে করপোরেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। স্বাগত জানালেও এ নির্বাচন নিয়ে রয়েছে আমাদের কিছু উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা।

বর্তমানে সারাদেশে পেট্রোল বোমা হামলা ও বিচার বহির্ভূত হত্যাসহ নানা ধরনের সহিংসতা ঘটছে। মূলত ৫ জানুয়ারির পর থেকে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ২০ দলীয় জোটের আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে সরকার এ আন্দোলন দমনের লক্ষ্যে ক্রমাগতভাবে কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠেছে, বিরোধী জোটের নেতাকর্মীদের নামে বহু মামলা দায়ের করেছে, লাখ লাখ ব্যক্তিকে আসামী করেছে এবং অনেককেই গ্রেফতার করেছে। এর ফলে অনেক সম্ভাব্য প্রার্থীই মামলার কারণে কারারুদ্ধ বা পলাতক রয়েছেন। এ অবস্থায় সম্ভাব্য সকল প্রার্থীর অংশগ্রহণে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টি তথা লেবেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আমরা নির্বাচন কমিশনের প্রতি জোর দাবি জানাচ্ছি।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন নির্দলীয় নির্বাচন এবং এসব নির্বাচনে দলীয় মনোনয়নের কোনো সুযোগ নেই। তা সত্ত্বেও ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি-সহ আরও অনেকগুলো দলই ইতিমধ্যেই তাদের মেয়র পদপ্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে। তারা অনেক সম্ভাব্য প্রার্থীকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা থেকে বিরত রাখছে। নিঃসন্দেহে এর মাধ্যমে প্রচলিত বিধি-বিধানকেই শুধু উপেক্ষা করা হচ্ছে না, রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করারও চেষ্টা চালানো হচ্ছে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, নির্দলীয় নির্বাচনে প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং ভোটারদের জন্য অনেক বেশি 'চয়েস' থাকে। ফলে তাদের পক্ষে যোগ্য প্রার্থী খুঁজে পাওয়ার বেশি সুযোগ সৃষ্টি হয়, যা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গুণগত মানে পরিবর্তন সাধনে সহায়তা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে।

বিদ্যমান 'সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা'র ৪ ধারা অনুযায়ী, 'কোনো প্রার্থী বা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোনো ব্যক্তি ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত তারিখের ২১ দিন পূর্বে কোনো প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করিতে পারিবেন না।' কিন্তু আমরা লক্ষ করেছি যে, নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার আগেই কয়েকজন প্রার্থীর পক্ষ থেকে চট্টগ্রাম-সহ তিন সিটিতেই অসংখ্য বিলবোর্ড স্থাপন ও দেয়ালে পোস্টার সাটার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালানো হয়েছে, যা আচরণবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ ধরনের প্রচারণার সুযোগে ধনাঢ্য প্রার্থীরা নির্ধারিত ব্যয়সীমার বাইরে ভোটারদেরকে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে ব্যাপক পরিমাণের অর্থ ব্যয় করতে পারেন, যা নির্বাচনী ক্ষেত্রকে অসমতল করে তোলে। দুর্ভাগ্যবশত নির্বাচন কমিশন এ ব্যাপারে ছিলো সম্পূর্ণ নির্বাক।

নির্বাচন একটি গণতান্ত্রিক পন্থা, যার মাধ্যমে ভোটাররা তাদের পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে পারেন। তাই নির্বাচন বহু মত্যের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করার মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা বদলে সহায়তা করে। কিন্তু সে নির্বাচন যদি অযাচিতভাবে রাজনৈতিক দল ও টাকার দ্বারা প্রভাবিত হয় তাহলে নির্বাচনী ফলাফল প্রশ্নবিদ্ধ হতে বাধ্য। এমন নির্বাচন সমস্যার সমাধান না করে নতুন করে সমস্যারই সৃষ্টি করে। তাই আমরা মনে করি যে, আসন্ন তিনটি সিটি করপোরেশন নির্বাচন সরকার ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশনের এক চরম অগ্নি পরীক্ষা।

আমাদের সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, 'আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।' এ সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা মেনে চলা এবং সর্বস্তরে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের শাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমাদের প্রত্যাশা– সকলের অংশগ্রহণে এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে তফসিল ঘোষিত হওয়া তিনটি সিটি করপোরেশনে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

এই প্রত্যাশার কথা বিবেচনায় রেখে 'সুজন'-এর আহ্বানঃ

- **সরকারের প্রতিঃ** সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করুন।
- **রাজনৈতিক দলের প্রতিঃ** আইনগতভাবে নির্দলীয় এই নির্বাচনে দলীয়ভাবে প্রার্থী মনোনয়ন/সমর্থন দেয়া থেকে বিরত থাকুন।
- **নির্বাচন কমিশনের প্রতিঃ** অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্রার্থীরা যাতে নির্বাচনী আচরণবিধি যথাযথভাবে মেনে চলেন, সে ব্যাপারে কঠোর ভূমিকা পালন করুন। প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত হলফনামা ও আয়কর রিটার্ণ সকল আগ্রহী ব্যক্তিরা যাতে দ্রুত সংগ্রহ করতে পারে সে ব্যবস্থা করুন। এগুলো যাচাই-বাছাই করে দেখুন এবং দ্রুততার সঙ্গে কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও প্রচার করুন। কালোটাকা ও পেশিশক্তির প্রভাবমুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করুন। কেউ নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করলে তাৎক্ষণিকভাবে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। প্রয়োজনে নির্বাচনের পূর্বেই সেনাবাহিনী মোতায়েন করুন।
- **মাননীয় মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের প্রতিঃ** সরকারি সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ এবং বিধিবহির্ভূতভাবে নির্দলীয় এ নির্বাচনকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করা থেকে বিরত থাকুন।
- **সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতিঃ** নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে নিজেদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখুন। কোনো বিশেষ প্রার্থীর পক্ষে বা দলের অনুগত হয়ে কাজ করা থেকে বিরত থাকুন।
- **আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিঃ** পক্ষপাতহীনভাবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করুন। সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে অবিলম্বে তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করুন এবং সকল অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করুন।
- **গণমাধ্যমের প্রতিঃ** প্রার্থীদের সম্পর্কে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ এবং প্রার্থী কর্তৃক হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য ভোটারদের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরুন, যাতে ভোটাররা প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে ভোট দিতে পারেন।
- **প্রার্থীদের প্রতিঃ** নির্বাচনী আচরণবিধি যথাযথভাবে মেনে চলুন। অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে ভোট কেনা থেকে বিরত থাকুন। ভোটারদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন বা কোন ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া থেকেও বিরত থাকুন।
- **ভোটারদের প্রতিঃ** ভোট প্রদানকে পবিত্র দায়িত্ব মনে করে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করুন। অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে অথবা অন্ধ আবেগের বশবর্তী হয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন। দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, যুদ্ধাপরাধী, নারী নির্যাতনকারী, মাদক ব্যবসায়ী, চোরাকারবারী, ঋণখেলাপী, বিলখেলাপী, ধর্মব্যবসায়ী, ভূমিদস্যু, কালোটাকার মালিক অর্থাৎ কোন অসৎ, অযোগ্য ও গণবিরোধী ব্যক্তিকে ভোট দেবেন না।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ

উপরোক্ত আহ্বান জানানোর পাশাপাশি সংগঠন হিসেবে সুজন-এর পক্ষ থেকে আমরা সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীরা যাতে নির্বাচিত হন সে লক্ষে কিছু সুস্পষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করবো। আমরা প্রার্থী কর্তৃক হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য সংগ্রহ, তুলনামূলক চিত্র তৈরি, ভোটারদের মাঝে বিতরণ ও ওয়েবসাইটে দেয়া, মেয়র প্রার্থীদের এক মঞ্চে এনে 'জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে'র আয়োজন, প্রার্থী প্রদত্ত তথ্যের বিশ্লেষণ করে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন, নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে চলাসহ বিভিন্ন বিষয়ে সামাজিক গণমাধ্যমে প্রচারণা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করবো। এজন্য অবশ্য নির্বাচন কমিশনের সহযোগিতা আবশ্যক হবে।

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক বাংলাদেশে দীর্ঘদিন থেকেই সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং নির্বাচনী অঙ্গনকে কলুষমুক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ প্রচেষ্টায় অতীতে সবসময়ই আমরা গণমাধ্যমের সার্বিক সহযোগিতা পেয়েছি। আশা করি, এবারও আপনারা আমাদের বক্তব্যগুলো জনগণের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরবেন। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থাকায় আপনাদের সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

অ্যাডভোকেট আখতার কবির চৌধুরী
কক্ষ নং: ৪৪১, আইনজীবী ভবন
কোর্ট হিল, চট্টগ্রাম।

সুজন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ঠিকানাঃ
৩/৭ আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
ফোন: ৯১৩-০৪৭৯, ৮১২-৭৯৭৫, ফ্যাক্স: ৮১১-৬৮১২
ওয়েব-সাইট: www.shujan.org ও www.votebd.org